DAINIK STATESMAN দৈনিক স্টেটসম্যান

৫ অগ্রহায়ণ ১৪২০ 21 November, 2013

বেলভিউ নার্সিংহোমে হাঁটুর বিরল অস্ত্রোপচার, দু'ন্টা পরেই হাঁটলেন রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি— বয়সের বিচার না করেই আজকাল হাঁটুর নানা সমস্যায় কুপোকাত বিভিন্ন বয়সের মানুষ। প্রত্যেকের মুখেই প্রায় এক কথা, আর হাঁটু নিয়ে চলা যাচ্ছে না। কী যে হয়ে গেল! বাস্তবিকই তাই। হাঁটুর সমস্যা যে সে ব্যাপার নয়। তাই ক্ষণিকের উপশম ঘটানোর জন্য কেউ মাখেন সরষের তেল, কেউ বা সন্ধিসুধা, কেউ দেন গরম সেঁক আবার কেউ পড়েন নিকআপ। হাঁটুর ব্যথা একসময় সহ্যের বাইরে চলে গেলে অগত্যা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হয়। পরিস্থিতি যদি অপারেশনের পর্যায়ে চলে যায় তখন খরচ আর সুস্থ হওয়ার অজানা আশঙ্কায় প্রত্যেকেরই মাথায় হাত! এর জেরে কেউ বা অপারেশন করান, আবার কেউ করান না। থেকেই যায় হাঁটুর রোগ।

তবে এখন আর সে চিন্তা নেই। পূর্ব ভারতে অস্ত্রোপচারে একপ্রকার বিপ্লব ঘটিয়েই ফেললেন বেলভিউ পলিক্লিনিকের ডাক্তার সন্তোষ কুমার। হাঁটু বদলিয়ে রোগীকে অপারেশনের দিনই নিজের পায়ে হাঁটালেন তিনি, যা রীতিমতো নজিরবিহীন। এখানেই শেষ নয়। অপারেশনের দ্বিতীয় দিনে মধ্যগতিতে হাঁটার থেকে সিঁড়ি ভাঙাও অবলীলায় করে তিনদিনেই বাড়ি চলে যেতে পারবেন রোগী। যে কোনও বয়সের 'অস্ট্রিয়োপরোসিস' (অর্থাৎ হাঁটুর অসুখ) রোগে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রেই এই অপারেশন একেবারে নির্ভয়ে তাকে সুস্থ করে দিতে পারে। ভেলোরে হাঁটু পাল্টাতে গেলে সেখানে খরচ তিন থেকে চার লক্ষ টাকা, যেখানে কলকাতাতেই এই অপারেশন হয়ে যাবে ১.৭ লক্ষ থেকে ১.৯ লক্ষ টাকায়। পাঁচ বছর পর্যন্ত নতুন এই যান্ত্রিক হাঁটু কাজ করবে বলেও জানালেন ডা. কুমার। তিনি নিজেই জানালেন, ওষুধ দিয়ে খরচ একই থাকবে। এটি বছর বছর বদলাবে না। আগে যেখানে হাঁটুর অপারেশন কতটা সফল হবে, তা নিয়ে একটু চিন্তা থাকত, এখন থেকে তা আর হবে না। এটি সব বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে সফল।

প্রসঙ্গত, বুধবার এরকম তিনটি অপারেশন করেছেন তিনি। যাঁদের বয়স ৫২, ৬৫ ও ৭৫ বছর। এঁদের মধ্যে একজন মহিলা। ডা. কুমারের কথায়, এই অপারেশন এককথায় নিরাপদ। কারণ প্রায় একদমই অতিরিক্ত রক্তপাত হয় না। তিনি আরও জানালেন, মহিলাদের এই অসুখ বেশি হয় এবং অপারেশনের পরদিনই সম্পূর্ণ হাঁটু ভাঁজ করা যায়। চিকিৎসাশাস্ত্রে একে 'মিনিমালি ইনভ্যাসিভ প্রসিডিওর' বলা হয়। তাছাড়া সুগারের রোগীদের ক্ষেত্রেও এটি কোনও সমস্যাই নয়। হাঁটুর চামড়াটি কেটে ওপর ও নীচের মালাইচাকির মাঝের অংশটির অতিরিক্ত তন্তুগুলিকে বাদ দিয়ে দুটো মালাইচাকির ডান ও বাঁদিকে মেশিনের সাহায্যে ছিদ্র করে, খানিকটা হাড় চেঁচে যন্ত্রটি (অ্যাসকিউল্যাপ অর্থপাইলট)-কে বসিয়ে তারপর হাঁটুর চামড়া সেলাই করে জুড়ে দেওয়া হয়। যন্ত্রটি বসানোর আগে পালসার দিয়ে হাঁটুর অতিরিক্ত রস বের করে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রলেপ (সিমেন্ট) দিয়ে যন্ত্রটিকে ঠিকমতো বসিয়ে দেওয়া হয়। অল্প রক্তক্ষরণ ছাড়াও 'ভাসটুস মেডিয়ালিস অবলিকাস' মাসল না কেটেই এই অপারেশন হয় বলে জানালেন ডা. কুমার।

তিনদিনের মাথায় বাড়ি যাওয়ার পর তিন থেকে চার সপ্তাহেই গাড়ি চালানো, বাসে যাতায়াত করা, অফিসে যাতায়াত, পাশাপাশি গল্‌ফ খেলা যাবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন এই চিকিৎসক। একই সঙ্গে খরচও যে অপারেশনের নিরিখে তেমন কিছু বেশি নয় এবং বছরভর যে এই খরচ একই থাকবে তাতেও আশ্বাস দিয়েছেন বেলভিউয়ের সিইও প্রদীপ ট্যান্ডন। অতএব আর একরাশ চিন্তায় দিন না কাটিয়ে দ্রুত হাঁটুর সমস্যা সমাধানের পথেই পা বাড়াতে আবেদন করলেন ডা. সন্তোষ কুমার।